Compiled & Circulated by
Dr. SADHAN CHANDRA PANDIT
ASSISTANT PROFESSOR , DEPT.OF BENGALI,
NARAJOLE RAJ COLLEGE

'বলাকা' কাব্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা - ৫ বলাকার ৮ সংখ্যক কবিতাটির (হে বিরাট নদী) ভাববস্তু আলোচনা কর ।

B.A 4th Sem.(H). Paper C-9T

"মানুষ চুর্নিল যবে নিজ মর্ত্য সীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

মানুষই একদিন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা উত্তোলন করবে। নতুন জীবনাদর্শে আলোকিত হবে এটাই কবির আশা।

(*) ৮ সংখ্যক কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর। 'হে বিরাট নদী' / চঞ্চলা

বিশ্ববরেণ্য ও ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা '৮' সংখ্যক কবিতাটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় এলাহাবাদ এ রচিত হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গসের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পথ চলার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বপ্রবাহের মাঝে —

'যদি তোর ডানশুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।'

নদীর গতির মধ্যে কবি খুঁজে পেয়েছেন এই বিশ্বপ্রবাহের গতি। তাই কবি এই নদী সম্পর্ক বলেছেন —

"হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
চলে নিরবধি।"

এই যথাকাল যেন বিরাট এক নদী। সে নদীর নীচে অনেক কিছু অদৃশ্য থাকে। তার শব্দের নীচে অদৃশ্য নিঃশব্দ জলে ক্রমাগত বয়ে চলে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ভরা নদী রুদ্রবেগ উপলব্ধি করা যায় না। তার প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে উপরে জেগে উঠে পুঞ্জফেনা। জলের ওই বেগ বা গতি যেমন সৃষ্টি করে ফেনা কালের গতি চক্রে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ব সংসার। আবার আবর্তন আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড; অন্ধকার থেকে ঘুরে ঘুরে স্তরে স্তরে সূর্য চন্দ্র তারা বুদবুদের মতো ধরা দিয়েছে।

কোনো কিছুর প্রতি তার আসক্তি নেই বলে সে ভৈরবী। তাই কবি চঞ্চলার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন —

2020/04/21 19:11

"হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী।"

তোর সুর শব্দহীন তা অন্তহীন দূর। তার সেই অভিসার প্রেমের উন্মাদনায় নিরন্তর এগিয়ে চলার অভিসার। তার সেই সর্বনাশা প্রেম নিত্য বলেই প্রতিনিয়ত সে ঘর ছাড়া, তার গতির আকর্ষণে কত কিছু ছুটে চলে। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার অবকাশ থাকে না। ভেসে যায় নক্ষত্রের মণি। চমকে ওঠা বিদ্যুৎ দুলতে দুলতে ছুটে চলে জুঁই, চাঁপা, বকুল, পারুল, ঝড়ে পড়া কত ফুল সে গতির উন্মাদনায় নেশার মতো ছুটে চলে। মহাকালের বিভিন্ন ঋতুর যতসব সৃষ্টি কোথাও মুহূর্তের জন্য স্থির থাকে না, তাই বিশ্বের গতি প্রবাহ রোমান্টিক প্রেমের কবিকে নতুনতার স্পন্দন জোগায় —

"হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনো খানে।"

নিঃশেষ সর্বস্ব কিছু দান করাই তার পূর্ণতা, রিক্ততাই তার পূর্ণতা আর সেটাই তার পবিত্রতা। তার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলির সব মলিনতা দূর হয়ে যায়। আসক্তিহীন হয়ে বৈরাগিনীর মতো সে এগিয়ে চলেছে বলেই তার সব কিছু সুন্দর। বিশ্ব প্রবাহের গতির ঝড়ে মুহূর্তে খান খান হয়ে উড়ে যায় অপবিত্র সব ভোগ্য বস্তু, ওর বাধা ঠেলে সে এগিয়ে যায় সামনের দিকে কবি এই চির প্রবাহিনীকে তাই বলেছেন —

"ওগো নদী, চঞ্চল অপ্সরী
অলক্ষ্য সুন্দরী।"

তাঁর নৃত্যের তালে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তা মন্দাকিনীর ধারার মতোই সমস্ত কিছুকে পবিত্রতায় পূর্ণ করেছে। মৃত্যু আছে বলেই জীবন মনোময় সুন্দর হয়ে উঠেছে। সে মৃত্যু স্থির হয়ে বসে নেই। সৃষ্টির বহমান স্রোতকে নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে মৃত্যু। সব কিছু নিজের ছন্দে এগিয়ে চলেছে বলে জগৎসংসার অনিন্দ্য সুন্দরের রূপ রেখায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের গতি প্রবাহ থামলে অনু-পরমানু ও নিঃস্তব্ধ হয়ে থাকে, আর অন্যদিকে

বিশ্বজগৎ মৃত পাহাড়ের স্তূপে পরিণত হয়।

নিরন্তর এগিয়ে চলার ছন্দেই কবির নাড়িতে নাড়িতে বেজেছে। কালরূপ নদীর গতি প্রবাহে তা কবি শুনেছেন। রক্তের মধ্যে নেচে উঠেছে সমুদ্রের ঢেউ অরণ্য হয়ে উঠেছে ব্যাকুল। ঝরনার ন্যায় ভব সুরে সুরে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে। রূপ থেকে অরূপে; এক প্রান থেকে অন্য প্রানে দিবা রাত্রি অবিরত বয়ে বেড়িয়েছেন। কবি তাই নিজের সম্পর্কে বলেছেন —

"ওরে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকার মুখরা এই ভুবন মেখলা
অলক্ষিত চরনের অকারন অবারন চলা।"

কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর অলক্ষিত চরনের অকারন চলাই জগৎ সংসারের মূলকথা।

কালের প্রবাহে কবির হৃদয় মুখরিত হয়েছে। জীবনরূপ তরনী অজানা জগতে পাড়ি দেবার দুশ্চিন্তায় থরথর করে কাঁপছে। পিছন ফিরে তাকাবার আর কোন প্রয়োজন নেই। সব সংশয় ফেলে এগিয়ে যেতে হবে মহাস্রোতে অকূল আলোতে। এই জন্য কবি ঈশ্বরের কাছে সাহস চেয়েছেন —

"বিপদে মোরে রক্ষা করো
এনহ মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

———— ঃ ————